স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ
নির্দেশিকা, ২০২১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো
৮৯/২, কাকরাইল, ঢাকা।
www.bmet.gov.bd

সূচীপত্র

ভূমিকা

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর পটভূমি

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা

১. নির্দেশিকার ভিত্তি ঃ

- ক) নির্দেশিকার শিরোনাম
- খ) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ
- গ) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
- ঘ) অনুমোদনের তারিখ
- ঙ) কার্যকারিতার তারিখ
- চ) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা

২. নির্দেশিকায় ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা

- ক) তথ্য
- খ) তথ্য প্রকাশ ইউনিট
- গ) অন্য পক্ষ
- ঘ) তথ্য কমিশন
- ঙ) কর্মকর্তা
- চ) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ
- ছ) জাতীয় শ্রদ্ধাচার কৌশল
- জ) পরিশিষ্ট

৩. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা

৪. তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

৫. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি

৬. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের মাধ্যম ও মানদন্ডসমূহ

৭. তথ্যের ভাষা

৮. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের জন্য বাজেট বরাদ্দ

৯. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

১০. নির্দেশিকার সংশোধন

১১. নির্দেশিকার ব্যাখ্যা

পরিশিষ্ট

স্বপ্রণোদিত প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা

ভূমিকা

"তথ্য আমার অধিকার, জানতে হবে সবার" এই স্লোগানকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে নাগরিকের তথ্য অধিকার আইনী স্বীকৃতি পেয়েছে। এই আইন বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থাপনা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকে ত্বরান্বিত করবে। নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কার্যকর পন্থা হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তাই কর্তৃপক্ষ যেন স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশ করে তথ্য অধিকার আইনে সেই বিধান রাখা হয়েছে। শুধু তথ্য অধিকার আইন ও প্রবিধানমালাই নয় দেশের অন্যান্য আইন এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ তেও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের নির্দেশনা রয়েছে।

দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত, দুর্নীতি ও শোষনহীণ সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা জাতির পিতার এই আজন্ম লালিত স্বপ্নই রূপকল্প ২০৪১ এর মূল প্রতিপাদ্য। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত দেশ, যেখানে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ ডলারের বেশি। বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলা, যেখানে দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের ঘটনা। বাংলাদেশকে এই লক্ষ্যে উন্নীত করার প্রত্যয়ে নিরাপদ অভিবাসন ও অভিবাসীদের কল্যাণের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও কর্মকৌশল গ্রহণ করেছে যা দেশের নাগরিকের জানার অধিকার রয়েছে। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে আরো সুদৃঢ় করবে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর এই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যুরো এবং এর অধীন সকল আইএমটি, টিটিসি, ডিইএমও কার্যালয় সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তিতে নাগরিক অধিকার রক্ষায় একটি পথ-নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। আমরা আশা করি, ২০৪১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের পথে এই নির্দেশিকা সংশ্লিষ্ট সকল নাগরিক ও তথ্য ব্যবহারকারীসহ আমাদের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে।

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো(বিএমইটি) এর পটভূমি

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশে কর্মসংস্থান শুধু দেশের বেকারত্ব হ্রাসই করে না, একই সাথে বিদেশে কর্মরত প্রবাসীদের প্রেরণকৃত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশ সমূহের সাথে সমঝোতা সৃষ্টি হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সমূহে বাংলাদেশী কর্মী গমন শুরু হয়। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত বিশ্বের ১৭৬ টি দেশে প্রায় ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯৮৪ জন কর্মী প্রেরণ করেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো প্রবাসী কর্মীদের নিরাপদ ও নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সম্প্রসারণের কাজ করে যাচ্ছে। রেমিটেন্সের প্রবাহ বৃদ্ধি এবং দেশের সকল অঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সকল অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যুরো কাজ করে যাচ্ছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিদের্শনায় জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধিসহ নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টি, প্রবাসীদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, দেশে-বিদেশে শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রবাসীদের মাধ্যমে অর্জিত রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে বাস্তব সম্মত বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এর আওতাধীন ৬টি আইএমটি, ৬৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে, ৩টি শিক্ষানবিশ অফিস ও ৪২টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এর মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিএমইটি'র কার্যাবলী

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান আগ্রহী বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য প্রচলিত শ্রমবাজার টিকিয়ে রাখাসহ নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্দ্যোগ গ্রহণ;
- অভিবাসনে ইচ্ছুক সম্ভাব্য কর্মীসহ সব অভিবাসী কর্মীদের সুশৃঙ্খলভাবে এবং সর্ম্পূণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিবন্ধন এবং তাদের পেশা ও দক্ষতার অনুকূলে সঠিক এবং সর্বশেষ তথ্য সংরক্ষণ;
- বিদেশস্থ বাংলাদেশী দূতাবাসসহ বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য-দেশে চাকুরীর সুযোগ এবং শ্রম আইন বা সামাজিক নিরাপত্তার বিধিবিধান সংক্রান্ত তথ্য প্রদান এবং নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করা;
- বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করা এবং তা বিভিন্ন মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;

- অভিবাসী কর্মীদের অভিবাসনে প্রাক-সিদ্ধান্ত, প্রাক-বহির্গমন, চাকুরীকালীন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় তাদের সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ব্রিফিং প্রদান ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংবলিত বুকলেট প্রস্তুত ও প্রচার করা;
- অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিরাপদ অভিবাসন ও অভিবাসন ব্যয়কে যৌক্তিক পর্যায়ে ধরে রাখার লক্ষ্যে বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট এজেন্টগুলোর নিয়ন্ত্রণ;
- বিএমইটি'র আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রমের পরিধি এবং কার্যকারিতা জোরদার করার লক্ষ্যে পর্যালোচনা গ্রহণ এবং এগুলোকে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির সাথে সম্পৃক্ত করা;
- বিএমইটি'র কাজের আওতা বৃদ্ধির লক্ষে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস আরও তৃণমূল পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা;
- নারী কর্মীদের অভিবাসনের প্রসার এবং তাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অস্থায়ী বিশেষ সেল গঠন করা;
- অভিবাসী কর্মীদের বহির্গমন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন;
- অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মান উন্নয়ন ও কর্মীর গ্রহণকারী দেশের সঙ্গে এসব প্রশিক্ষণের মানের সমতায়ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা। দেশের অর্থনীতির ভীতকে মজবুত করার ক্ষেত্রে এ খাতের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। এজন্য বর্তমান সরকার দেশের শ্রম শক্তিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে প্রেরণের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করেছে। একই সাথে বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্যও কার্যক্রম অব্যাহত আছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য রোধে জনসচেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । বৈদেশিক কর্মসংস্থানে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যুরো বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে।
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিএমইটির আওতাধীন ০৬টি আইএমটি, ৫১টি টিটিসি এবং ৩০টি ডিইএমওতে বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন করা হয়;
- মুজিববর্ষের আহবান দক্ষ হয়ে বিদেশ যান এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএমইটি ও এর আওতাধীন অফিসসমূহে মুজিববর্ষ পালন করা হয়;
- করোনা কালীন বিদেশগামী কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোভিড-১৯ ভ্যকসিন প্রদান কার্যক্রমে বিএমইটি আওতাধীন অফিসসমূহ ব্যপকভাবে সম্পৃক্ত থেকে টিকা গ্রহণের জন্য বিএমইটি'র ডাটাবেজে রেজিস্ট্রেশন করছেন। এর ফলে ১৯ /১২/২০২১ পর্যন্ত মোট ১০,০৩,৪৮৬ জন বিদেশগামী কর্মী কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে;
- বিদেশগামী কর্মীদের কোভিড টেস্ট পরীক্ষার ফি ৩০০ টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। এছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতগামী কর্মীদের বিমান বন্দরে কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফি এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভর্তুকি হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে;
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে বিএমইটি হতে গত ১৮ অক্টোবর ২০২১ হতে ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে ২১টি দেশের ইমিগ্রেশন ক্লিয়ারেন্স কার্ড প্রদান করা হচ্ছে;
- আমি প্রবাসী এ্যাপস্ এর মাধ্যমে সকল টিটিসিতে প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি করা হচ্ছে;
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীরা আমি প্রবাসী এ্যাপস্ ব্যবহার করে বিএমইটি'র রেজিস্ট্রেশন করছে;

বর্তমান সরকারের আমলে বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অনলাইনে ভিসা যাচাই, ক্ষতিগ্রস্থ কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধা প্রদান, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান ওয়েব সাইটে নিয়মিত প্রকাশ, রিক্রুটিং এজেন্সির তথ্য, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য, জনসচেতনা বৃদ্ধিতে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার, সনদ জালিয়াতি রোধে অন-লাইন ভেরিফিকেশন করা, প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কে অন-লাইন সার্ভার লিংক এর মাধ্যমে পরীক্ষা করে জালিয়াতি রোধ এবং এসএমএস-এ তথ্য প্রেরণ করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে একে আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে। তাছাড়া স্মার্ট কার্ডে ৩২ কেবি মেমোরী চিপ্স এর মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীর সকল তথ্য সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে। অন-লাইন রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে কর্মী নির্বাচন পদ্ধতি চালু করার মাধ্যমে ভিসার সঠিকতা যাচাই ও অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এর ফলে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশে অঞ্চলভিত্তিক সমতার ভিত্তিতে কর্মীদের বিদেশ প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করায় বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্ত্বভোগী দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং পূর্বের তুলনায় অধিকতর গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আণয়ন করা সম্ভব হয়েছে এবং অভিবাসন ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

<u>**স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা**</u>

জনগণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে গণতন্ত্র সুসংহত করতে তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা আবশ্যক। জনগণের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে; দুর্নীতি হ্রাস পাবে; জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সর্বোপরি দেশে সুশাসন সংহত হবে।

তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম মাধ্যম হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তথ্য অধিকার আইন অনুসারে জনগণ চাইলে কর্তৃপক্ষ তথ্য দিতে বাধ্য। পাশাপাশি এই আইনের ধারা ৬-এ প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের গৃহিত সিদ্ধান্ত, কার্যক্রম কিংবা সম্পাদিত বা প্রস্তাবিত কর্মকান্ডের সকল তথ্য নাগরিকের কাছে যাতে সহজলভ্য হয়, এরুপ সূচীবদ্ধ করে প্রকাশ ও প্রচার করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবনাসহ তথ্য অধিকার আইনের সার্বিক পর্য্যালোচনায় এই আইনের অন্তঃস্থিত উদ্দীপনা (Internal Spirit) অনুধাবন করা যায়। আইনের এই উদ্দীপনা সর্বাধিক প্রকাশের নীতিকে নির্দেশ করে। সর্বাধিক প্রকাশের অধিকতর কার্য্যকর মাধ্যম হল স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। তাই স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন তথ্য অধিকার আইনের অন্তঃস্থিত উদ্দীপনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ছাড়া,তথ্য কমিশন কর্তৃক জারীকৃত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০-এ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম হল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ। ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ একই সঙ্গে তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য সংরক্ষণের ও কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, যাতে তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৫-এ নির্দেশিত তথ্য সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতাও পালন করা হয়।

সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪ এ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণের কথা বলা আছে। নির্দেশমালার ১৫(৫)নম্বর নির্দেশে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের নির্দেশনা দিয়ে সরকারী ওয়েবসাইটসমূহকে তথ্য প্রাপ্তির স্বীকৃত উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এ ছাড়া, সচিবালয় নির্দেশমালার ২৬৩নং নির্দেশে বলা হয়েছে যে, "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসরণপূর্বক প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থা ও উহার আওতাভূক্ত অফিসমূহ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করিবে এবং নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করিবে।"
২০১৪ সনের অক্টোবর মাসে মন্ত্রিসভার একটি সিদ্ধান্তে বলা হয়েছে। "নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রতিনিয়ত সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশ করিয়া স্ব-স্ব ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখিবে।" একই সিদ্ধান্তে এই কাজের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব প্রদান করার কথাও বলা হয়েছে।

আবার, কোনো কর্তৃপক্ষ নিজ থেকেই যদি জনগণের জানার অধিকারের প্রতি সম্মান দেখিয়ে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণকে জানিয়ে দেয়, তাহলে জনগণের ক্ষমতায়ন, দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছা পরিস্ফুটিত হয়। কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ করলে সেই কর্তৃপক্ষের প্রতি সাধারণ মানুষের ইতিবাচক ধারণা জন্মে যা, সেবাপ্রদানকারী পক্ষ ও জনগণের মধ্যে সু-সম্পর্ক তৈরীর নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এই সু-সম্পর্ক গণতন্ত্রের পথে আমাদের এগিয়ে নিবে। স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের ফলে না চাইতেই প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে গেলে মানুষকে আর তথ্যের জন্য আবেদন করতে হয় না, যা উভয় পক্ষের জন্যই সুবিধাজনক।

তথ্য অধিকার আইন, তথ্য অধিকার প্রবিধানমালা, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, সচিবালয় নির্দেশমালা এবং অন্যান্য আইনের স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নির্দেশনার কার্যকর বাস্তবায়নের মাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহের নীতির চর্চা নিশ্চিত করতে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও আওতাধীন অফিস সমূহের জন্য একটি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন আবশ্যক বলে বিএমইটি মনে করছে। এই নির্দেশিকার মাধ্যমে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য চিহ্নিতকরণ, প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নির্ধারণ, তথ্য প্রকাশের মানদন্ড নির্ধারণ, দায়-দায়িত্ব সুনির্দ্বিষ্টকরণ, দায়িত্বপ্রাপ্তদের কর্মপরিধি নির্ধারণ এবং পরিবীক্ষণ তত্ত্বাবধান ও জবাবদিহির পদ্ধতি নির্ধারণসহ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় কাঠামোবদ্ধ করা সম্ভব হবে।

উল্লেখিত সকল যুক্তি বিবেচনা করে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এই নির্দেশিকা প্রণয়ন করছে। ব্যুরোর তথ্য প্রকাশিত হলে এর কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণের ইতিবাচক ধারণা তৈরী হবে। এতে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে সকল কাজের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

জনগণের জন্য অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হিসাবে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো অবাধ তথ্য প্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তাই স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষন ব্যুরো সরকারের এই উদ্দ্যোগকে আরো এগিয়ে নিতে চায়। সচিবালয় নির্দেশমালার ২৬৩নং নির্দেশনা মোতাবেক, জনশক্তি, কর্মসংস্থা ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও তার আওতাভূক্ত অফিস সমূহে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশকে নিয়মাবদ্ধ করতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও

এতদসংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালার আলোকে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এই স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন করছে।

১। <u>নির্দেশিকার ভিত্তি</u>

ক) নির্দেশিকার শিরোনাম ঃ এই নির্দেশিকা জনশক্তি, কর্মসংস্থা ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২১ নামে অভিহিত হবে।

খ) প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ ঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

গ) অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ঃ মহাপরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো।

ঘ) অনুমোদনের তারিখ ঃ ডিসেম্বর, ২০২১

ঙ) কার্যকরের তারিখ ঃ এই নির্দেশিকা ২০২২ থেকে বাস্তবায়ন করা হবে।

চ) নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা ঃ নির্দেশিকাটি জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং এর আওতাধীন অফিস সমূহের জন্য প্রযোজ্য হবে।

২. <u>সংজ্ঞা</u>

ক) তথ্য

"তথ্য" অর্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং এর আওতাধীন ইউনিট সমূহের গঠন, কাঠামো ও দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত যেকোন স্মারক, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ-বই, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা,পত্র, প্রতিবেদন, হিসাব বিবরণী, প্রকল্প প্রস্তাব, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অংকিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেকট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যেকোন ইনস্ট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌতিক গঠন ও বৈশিষ্ট্য-নির্বিশেষে অন্য যেকোনো তথ্যবহ বস্তু বা এদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভূক্ত হবে তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোটশিট বা নোটশিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভূক্ত হবে না।

খ) "তথ্য প্রকাশ ইউনিট" অর্থ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং এর আওতাধীন অফিস সমূহকে বোঝাবে।

গ) "তথ্য পক্ষ" অর্থ তথ্য প্রকাশকারী কর্তৃপক্ষ ব্যতিত প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনপক্ষ।

ঘ) "তথ্য কমিশন" অর্থ তথ্যঅধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা **১১**-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত তথ্য কমিশন।

ঙ) "কর্মকর্তা" অর্থে কর্মচারী ও অন্তর্ভূক্ত হবে।

চ) "স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ" বলতে-
জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং এর আওতাধীন ইউনিটসমূহের তথ্য এই নির্দেশিকায় নির্দেশিত মানদন্ড ও পদ্ধতি অনুসারে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ ও প্রচারকে বোঝাবে।

ছ) "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল" অর্থ-
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল।

জ) “পরিশিষ্ট” অর্থ এই নির্দেশিকার সঙ্গে সংযুক্ত পরিশিষ্ট।

৩. স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা

ক) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং এর আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিট স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তথ্যসমূহ কোন কোন পন্থায় প্রকাশ ও প্রচারিত হবে তা নির্ধারণ করবে;

খ) তালিকাটি নির্দেশিকার পরিশিষ্টে এবং অন্যান্য উপযুক্ত পন্থায় প্রকাশ করা হবে;

গ) তালিকাটি নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৪. তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং এর আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিট তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর ধারা ৫; তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ এর সংশ্লিষ্ট নির্দেশ অনুসরণ করবে।

৫. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং এর আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিট স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য একটি কমিটি গঠন করবে-

১। স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির গঠন নিম্নরুপ হবে-

অ) ব্যুরোর একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ফোকাল পার্সন, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে নিযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে অন্যুন ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে।

আ) ব্যুরোর আওতাধীন অন্যান্য তথ্য প্রকাশ ইউনিটসমূহে একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নেতৃত্বে তথ্য অধিকার বিষয়ক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্য কর্মকর্তার সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হবে।

২। তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যপরিধি

অ) স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য নির্ধারণ, প্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম নির্দ্দিষ্টকরণ এবং তা প্রকাশ ও প্রচার;

আ) তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এই নির্দেশিকায় উল্লিখিত তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের মান ও মানদন্ড নিশ্চিতকরণ;

ই) প্রকাশিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

ঈ) তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সহায়তাকরণ; প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

উ) এই নির্দেশিকার আলোকে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ষান্মাসিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

ঊ) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান;

ঋ) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ।

এ) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো মতামত, ফিডব্যাক বা পরামর্শ গ্রহণ এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ;

ঐ) ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভায় স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত তথ উপস্থাপন;

ও) প্রতিমাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কমিটির কাজের পরিবীক্ষণ; এবং

ঔ) প্রয়োজনে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ।

৬. <u>স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে ও মানদন্ডসমূহ</u>

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও এর আওতাধীন তথ্য প্রকাশ ইউনিটসমূহ স্বপ্রণোদিত ভাবে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে হিসেবে নিম্মোক্ত প্রচলিত প্রকাশ ও প্রচার মাধ্যম এবং অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করবে;

(ক) প্রচলিত প্রকাশ ও প্রচার মাধ্যম হিসেবে নোটিশ বোর্ড, মুদ্রিত লিপি, প্রকাশনা, গণমাধ্যম, সভা, গণশুনানী, ভিডিও প্রদর্শন, অডিও প্রচার, বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, বিল বোর্ড, দেয়াল লিখন, দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন, মাইকিং, প্রেস বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য প্রচলিত ও অনুমোদিত মাধ্যম এবং

(খ) অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যম হিসেবে ওয়েবসাইট, অ্যাপস, নেটওয়ার্ক এবং প্রচলিত ও অনুমোদিত অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে।

(গ) অনলাইন ও ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও এর আওতাধীন ইউনিটসমূহ নিম্নলিখিত মানদন্ড নিশ্চিত করবে-

অ) প্রাপ্যতা-

১) স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা প্রস্তুত করা হবে এবং তালিকা ভূক্ত তথ্যসমূহকে তথ্যের ধরন, ব্যবহারকারী, অভিষ্ট জনগোষ্ঠী ইত্যাদি বিবেচনায় বিভাজন করে সেইমতো প্রকাশ করা হবে, যাতে সঠিক তথ্য সঠিক জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য হয়;

২) তথ্য সঠিক সময়ে সহজলভ্য করা হবে এবং উপযোগিতা থাকা পর্যন্ত প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে;

৩) তথ্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হবে;

৪) কর্তৃপক্ষের অগ্রাধিকার ও জনগণের অগ্রাধিকারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা হবে; এবং

৫) তথ্য উৎপন্ন হওয়া বা পরিমার্জনের পর যুক্তিসংগত সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে, আবশ্যক ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বা তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ করা হবে;

৬) ওয়েবসাইটে আর্কাইভ নামে একটি মেন্যু সৃষ্টি করা স্থায়ী তথ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সেখানে রাখতে হবে।

আ) প্রবেশগম্যতা-

১) তথ্যে প্রবেশের জন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস, অপারেটিং সিষ্টেম, অ্যাপস, সফট ওয়ার ইত্যাদির বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং যেকোনো ডিভাইস, অপারেটিং সিষ্টেম, অ্যাপস, সফটওয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করে তথ্যে প্রবেশ করা যাবে;

২) তথ্যের প্রকাশ W3c অনুসারে হবে;

৩) নিরবিছিন্ন প্রবেশ নিশ্চিত করা হবে।

ই) ব্যবহারযোগ্যতা-

১) ব্যবহারযোগ্যভাবে তথ্য প্রকাশ করা হবে, যাতে সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও তা সহজে পেতে পারেন;

২) প্রকাশিত তথ্য প্রাসঙ্গিক হবে;

৩) অনলাইনও ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য প্রকাশ সাধারণও সহজবোধ্যপন্থায় হবে;

৪) বাংলায় তথ্য প্রকাশকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে;

৫) তথ্য খোঁজা, ডাউনলোড করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর স্বাধীনতা থাকবে;

৬. ওয়েবসাইটে ক্রমান্বয়ে ব্যবহারকারীর মতামত, ফিডব্যাক ও পরামর্শ প্রদানের এবং প্রশ্ন করার ব্যবস্থা করা হবে।

৭. তথ্যের ভাষা ঃ তথ্যের মূল ভাষা হবে বাংলা। তথ্য যদি অন্য কোন ভাষায় উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে সেটিকে সেই ভাষায় সংরক্ষিত ও প্রচারিত হবে। দাপ্তরিক প্রয়োজনে তথ্য অনুবাদ করা হতে পারে।

৮. স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের জন্য বাজেট বরাদ্দ

ক) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও এর আওতাধীন তথ্য প্রকাশ ইউনিটসমূহের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো প্রয়োজনীয় বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ করবে।

খ) জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন ইউনিটসমূহ প্রতি বছর স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট প্রতিবছরের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে প্রেরণ করবে।

৯. স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ

১) এই নির্দেশিকা অনুসরণের জন্য জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো অফিস আদেশসহ নির্দেশিকার কপি আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিটে প্রেরণ করবে।

২) ব্যুরোর গঠিত স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি নির্দেশিকা অনুসারে সঠিক মান বজায় রেখে স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে অন্যান্য পর্যায়ের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটিসমূহকে দিক নির্দেশনা দিবে।

৩) উর্ধ্বতন কার্যালয়ের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি তার আওতাধীন দপ্তরসমূহের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ পরিবীক্ষণ করবে।

৪) ব্যুরোর গঠিত কমিটি আওতাধীন সকল ইউনিটের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম মনিটরিং করবে, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিষয়ক দূর্বলতা ও ঘাটতি চিহ্নিত করবে এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় সুপারিশ করবে।

৫) স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য কমিটি প্রয়োজনে এ বিষয়ে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মষংস্থান মন্ত্রণালয়, তথ্য কমিশন, বা অন্য কোনো অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নেবে।

১০. নির্দেশিকা সংশোধন ঃ এই নির্দেশিকা সংশোধনের প্রয়োজন হলে ব্যুরো ৩-৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। কমিটি নির্দেশিকার অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে সংশোধনের প্রস্তাব করবে। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে নির্দেশিকার সংশোধন কার্যকর হবে।

১১. নির্দেশিকার ব্যাখ্যা ঃ এই নির্দেশিকার কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিলে নির্দেশিকা প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষ তার ব্যাখ্যা প্রদান করবে।

পরিশিষ্ট ঃ

স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা ও প্রকাশের পন্থা

জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও এর আওতাধীন সকল তথ্য প্রকাশ ইউনিট নিম্মোক্ত তথ্যসমূহ পার্শ্বে উল্লিখিত পন্থায় প্রকাশ ও প্রচার করবে ঃ

ক্রঃনং	তথ্যের বিবরণ	তথ্য প্রকাশের মাধ্যম/পদ্ধতি
১.	সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রমের বিবরণ, কার্যপ্রণালী এবং দায়িত্বসমূহ।	নোটিশ বোর্ড, তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
২.	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৩.	সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি, জবাবদিহি এবং তত্ত্বাবধানের মাধ্যম	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৪.	ব্যুরোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ডিরেক্টরী	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৫.	কার্য সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত ও ব্যবহৃত আইন,বিধিবিধান,নির্দেশনা,ম্যানুয়েল,ডকুমেন্ট এবং রেকর্ড।	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ব্যুরোর ওয়েবসাইট।
৬.	পরিকল্পনা প্রণয়নও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যেকোনো ধরণের	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত

	পরামর্শ/প্রতিনিধিত্ব যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহিত এর বিবরণ।	অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৭.	কোন বোর্ড, কাউন্সিল, কমিটি বা অন্য কোনো বডি, ও পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সকল কমিটি এবং অন্য সকল সভা ও সভার সিদ্ধান্ত।	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি,ওয়েবসাইট,প্রেস বিজ্ঞপ্তি।
৮.	ব্যুরোর বাজেট এবং আওতাধীন অফিস সমূহের বাজেট/ সকল পরিকল্পনার ধরন চিহ্নিতকরণ,প্রস্তাবিত খরচ, বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয়ের উপর তৈরী প্রতিবেদন।	নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট।
৯.	সামাজিক নিরাপত্তা, দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি কর্মসূচীর সুবিধাভোগী ও বরাদ্দকৃত অর্থ বা সম্পদের পরিমাণের বিবরণ।	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
১০.	ব্যুরো কর্তৃক মঞ্জুরকৃত/গ্যারান্টেড, অনুদান, পারমিট/লাইসেন্স, বরাদ্দ অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত গ্রহিতাদের বিবরণ (প্রয়োজনীয় শর্তাদির বিবরণসহ)।	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
১১.	ব্যুরো হতে সহজলভ্য এবং এর নিকট রক্ষিত তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত ELECTRONIC FORM/ধরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।	ওয়েবসাইট।
১২.	নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহণের জন্য বিরাজমান সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিবরণ।	নোটিশ বোর্ড,ওয়েবসাইট/গণমাধ্যম ইত্যাদি।
১৩.	নাম, পদবী, ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানাসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপীল কর্তৃপক্ষের বিবরণ।	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট।
১৪.	তথ্য কমিশন ও কমিশনারদের নামি, পদবী ও ঠিকানার বিস্তারিত বিবরণ ।	প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের সকল তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড,ওয়েবসাইট।
১৫.	তথ্যের জন্য নাগরিকের কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল আবেদন পত্রের অনুলিপি, যার মধ্যে নিম্মোক্ত তথ্যসমূহ অন্তর্ভূক্ত থাকবেঃ (ক) যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধপত্রটি গৃহিত হয়েছে তার নাম (খ) কী তথ্যের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে (গ) অনুরোধের তারিখ	গৃহিত আবেদন পত্রের একটি কপি প্রত্যেক তথ্য প্রদান ইউনিটে, ইন্টারনেটে এবং পরিদর্শনের জন্য অফিসে রক্ষিত থাকবে।
১৬.	ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদিত- (ক) সকল উন্নয়ন/পূর্ত কাজ/প্রকল্প সংক্রান্ত চুক্তি (খ) প্রত্যেক চুক্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, প্রাক্কলিত ব্যয়/চুক্তির মেয়াদ ইত্যাদি।	যে এলাকায় পূর্ত কাজ সম্পাদিত হবে সে এলাকার এমন সব স্থানে,যা সেই এলাকার জনগণের কাছে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এই ধরণের অন্য স্থান।
১৭.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবের সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল	ওয়েবসাইট।
১৯.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও ব্যুরো সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি, প্রতিবেদন ইত্যাদি।	প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি, মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইট।
২০.	বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিসমূহ	ওয়েবসাইট।
২১.	প্রকাশনাঃ প্রতিবেদন ও বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি	নোটিশ বোর্ড,ওয়েবসাইট ইত্যাদি।
২২.	তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রকাশনা	ওয়েবসাইট, প্রত্যেক অফিস/তথ্য প্রদান ইউনিটে মুদ্রিত অনুলিপি।
২৩.	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও ব্যুরোর অর্জন, সাফল্য, ইনোভেশন	ওয়েবসাইট/বার্ষিক প্রতিবেদন/মুদ্রিত অনুলিপি।
২৪.	শ্রমিকদের বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স সংক্রান্ত পরিসংখ্যান।	ওয়েবসাইট।
২৫.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি	ওয়েবসাইট।
২৬.	নাগরিকদের জন্য প্রদেয় সকল সেবার বিবরণ এবং সেবা প্রাপ্তির	ওয়েবসাইট ও বুকলেট প্রকাশ।

	পদ্ধতিসমূহ- পূর্ণাঙ্গ সিটিজেন চার্টার।	
২৭.	নাগরিক সভা/গণশুনানী সংক্রান্ত তথ্যাদি-	ওয়েবসাইট, মুদ্রিত অনুলিপি ও বার্ষিক প্রতিবেদন।
২৮.	চলমান উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও প্রকল্প সমূহের বিস্তারিত তথ্য	ওয়েবসাইট।
২৯.	প্রস্তাবিত প্রকল্প সমূহের তথ্য	ওয়েবসাইট।
৩০.	ক্রয় পরিকল্পনা, দরপত্র, কোটেশন	নোটিশ বোর্ড/ওয়েবসাইট।
৩১.	মাসিক সমন্বয় সভা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সভার সিদ্ধান্ত	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৩২.	ব্যুরোর কার্যক্রম সংক্রান্ত গবেষণা/জরিপ-প্রস্তাব, গবেষণা/ জরিপ প্রতিবেদন।	মুদ্রিত অনুলিপি, ওয়েবসাইট।
৩৩.	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি এবং সময় সময়ে গঠিত অন্যান্য কমিটির তথ্যাদি।	ওয়েবসাইট ,বার্ষিক প্রতিবেদন ,নোটিশ বোর্ড।
৩৪.	তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত আবেদন, আপীল ও অভিযোগের ফরম এবং অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির ফরম সমূহ।	তথ্য প্রদান ইউনিটের ওয়েবসাইট, অফিসে হার্ড ও সফট কপি।
৩৫.	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন ও নিস্পত্তি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য	ওয়েবসাইট, মুদ্রিত অনুলিপি ও বার্ষিক প্রতিবেদন।
৩৬.	প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এমন তথ্যের তালিকা।	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট, অফিসে পরিদর্শনের জন্য রক্ষিত থাকবে।
৩৭.	স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যের তালিকা।	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট, অফিসে পরিদর্শনের জন্য রক্ষিত থাকবে।
৩৮.	অভিযোগও নিস্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য (জিআরএস ও তথ্য অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগসহ)।	ওয়েবসাইট।
৩৯.	অফিস আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন, প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি।	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট, মুদ্রিত অনুলিপি।
৪০.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলী/পদোন্নতি/বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত আদেশ।	ওয়েবসাইট, মুদ্রিত অনুলিপি।
৪১.	সরকারী কার্যক্রম আলোক চিত্র, অম্কিত চিত্র, ভিডিও, অডিও	ওয়েবসাইট।
৪২.	সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিস ও গুরুত্বপূর্ণ সেবা সংক্রান্ত ওয়েবলিংক।	ওয়েবসাইট।
৪৩.	আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের নাম, ঠিকানা ও ওয়েবলিংক।	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড, ওয়েবসাইট।
৪৪.	ওয়েবসাইট মনিটরিং রিপোর্ট	ওয়েবসাইট ও মুদ্রিত অনুলিপি।
৪৫.	ওয়েবসাইটে প্রদত্ত তথ্য হালনাগাদ করার তারিখ	ওয়েবসাইট।
৪৬.	বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া	বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট।
৪৭.	অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহের পূর্ণাঙ্গ তালিকা	সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিটের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট।
৪৮.	যোগাযোগের পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী মিশন সমূহের তালিকা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নামসহ শ্রম উইংসমূহ যোগাযোগের বিস্তারিত তথ্য।	বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিট ও মিশনসমূহের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট।
৪৯.	অভিবাসী কর্মীদের জন্য কান্ট্রি ম্যানুয়াল, যা থেকে তারা সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন সাধারণ এবং বিদেশ তথ্য উপাত্ত সম্পর্কে জানতে পারবেন।	বার্ষিক প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট।
৫০.	বিভিন্ন দেশের সাথে অভিবাসন ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট চুক্তিসমূহ।	ওয়েবসাইট।

৫১.	বিদেশে মানবাধিকার, শ্রম অধিকার, শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষা ও এতদসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করে এমন বাংলাদেশী ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন সমূহের যোগাযোগের ঠিকানা, ফোকাল পারসনের নামসহ তালিকা।	বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ইউনিট, মিশন সমূহের নোটিশ বোর্ড ও ওয়েবসাইট।
৫২.	অভিবাসন সংক্রান্ত কিছু সাধারণ প্রশ্ন এবং উত্তর (FAQ)	ওয়েবসাইট।